দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ০2 JUL 199.. পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র বেতন বৃদ্ধির যৌক্তিকতা কতটুকু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। এই নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন –

প্রসঙ্গ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর ছাত্র বেতন দ্বিগুণ করা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য ফিস একলাফে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বাণিজ্য অনুষদে ৪ হাজার টাকার কম্পিউটার ফি, সকল অনুষদে নতুন করে ৩০০ টাকার নতুন অবকাঠামো ফি আরোপ এবং পরিচয়পত্র ফি পাঁচগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। এই অতিরিক্ত ফিস-বেতন দিয়ে বর্তমানে ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হতে হচ্ছে। এ বছর থেকে প্রথমবর্ষ অনার্সের কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন, বাণিজ্য অনুষদের প্রতি মাসের বেতন ১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ টাকা এবং বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান অনুষদের প্রতিমাসের বেতন ১২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ টাকা করা হয়েছে। দ্বিগুণ বেতন বৃদ্ধির ফলে এ বছর ছাত্র বেতন থেকে আদায় হচ্ছে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। এ বছর থেকে প্রথমবর্ষ অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি হতে নতুন করে ৩০০ টাকা অবকাঠামো উন্নয়ন ফি দিতে হচ্ছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কোটি টাকারও অতিরিক্ত আয় হচ্ছে। ছাত্রদের পরিচয়পত্র ফি বাড়ান হয়েছে পাঁচগুণ। এক্ষেত্রে ১০ টাকার স্থলে নেয়া হচ্ছে ৫০ টাকা।

নতুন আরোপিত এসব ফিস বৃদ্ধির কারণে প্রথমবর্ষ অনার্স শ্রেণীতে ভর্তির জন্য মোট টাকার পরিমাণ অনুষদ ভেদে ৬০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। বাণিজ্য অনুষদে গত বছর ভর্তি হতে লেগেছে ২৭৭০ টাকা। আর সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের এ বছর সাড়ে ৫ হাজার টাকা দিতে হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মরণকালের মধ্যে এত বিপুল পরিমাণ ছাত্র বেতন ও অন্যান্য ফিস বৃদ্ধি কার্যকর হয়নি। গত একযুগ ধরে বছর প্রতি পর্যায়ক্রমে কিছু কিছু করে ছাত্র বেতন, সীট ভাড়া ও অন্যান্য ফিস বৃদ্ধি করা হচ্ছে। গত বছর ছাত্র বেতন তিনগুণ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হলেও ছাত্র আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ পিছিয়ে যায়।

এর পাশাপাশি ১৬ই জুন সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ডঃ এম শামসুল হক বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়ার অদূর প্রস্তাবের সঙ্গে ছাত্র বেতন-ফি বার্ষিক ১০ হাজার টাকারও প্রস্তাব করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন।

চলতি বছরে হুট করে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ছাত্র বেতন ও অন্যান্য ফি বৃদ্ধির কারণে ভর্তিচ্ছু গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থা সঙ্গীন। ভর্তি পরীক্ষার অনেক স্তর পেরিয়ে ভর্তি হতে আসার পর দরিদ্র ঘরের ছাত্রকে হোঁচট খেতে হচ্ছে। গাঁয়ের দরিদ্র অভিভাবক সন্তানকে ভর্তি করাতে হিমশিম খাচ্ছেন। অনেককে অর্থের অভাবে ভর্তির দুয়ার থেকে ফিরতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ বাদে ক্রিয়াশীল সকল ছাত্র সংগঠন কর্তৃপক্ষের ছাত্র বেতন বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছে। তারা ভিসি কার্যালয় ঘেরাও, স্মারকলিপি পেশ, সমাবেশ-মিছিলসহ আন্দোলন কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে।

ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ ছাত্রলীগ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ফেডারেশন, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী, জাতীয় ছাত্রদল, বাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্রসমিতি, ছাত্র ঐক্য ফোরাম একক ও ঐক্যবদ্ধভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 'হঠকারী' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। এই ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ ছাত্র বেতন ও অন্যান্য ফিস বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্তকে শিক্ষা সংকোচন নীতি বলে মন্তব্য করছেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ বললেন, এই বেতন পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে না আনলে ক্রমশঃ দরিদ্র ঘরের মেধাবী ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্নের দুয়ার থেকে ঝরে পড়বে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ালেখা করতে আসে তাদের অধিকাংশ নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের। গ্রামের প্রান্তর থেকে মেধার গুণে সুযোগ পেয়ে যায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। তারপর হলে থেকে লেখাপড়া চালাতে হয় টিউশনী বা পার্টটাইম চাকরি করে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর সন্তানকে অর্থ যোগানোর মত আর্থিক সামর্থ্য অনেক অভিভাবকের আর থাকে না। ফলে আর্থিক দৈন্যতায় ভুগতে হয় অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীকে। একই জামা-প্যান্ট পরে মাসের পর মাস কেউ কেউ ক্লাস করছে।

এদের বর্ধিত ফিস দিয়ে পড়ালেখা কোনভাবেই সম্ভব নয়। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিত্তশালীদের সন্তানরাও লেখাপড়া করে। তবে তাদের অংশটি কম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দরিদ্র ছাত্রদের বিনা খরচে লেখা-পড়ার বন্দোবস্ত করার উদ্যোগ নিবেন এমন আশ্বাস দিয়েছেন। তবে তা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা এবং কতজন ছাত্র এতে বিনা খরচে পড়ার সুযোগ পাবে তা সংশয়ের অতলেই আছে।

□ আনোয়ার আলদীন

ক্যাম্পাসে মিছিল